হরতাল সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির মিছিল

বিএনপি’র-জামাইয়াতের ডাকা ৪৮ ঘন্টা হরতালের প্রথম দিনে হরতাল সমর্থনে মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার ১৯ নভেম্বর ভোর ৬ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে আমঝুপি-গাড়াডোব সড়কে মিছিলটি শুরু হয় এবং সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

হরতালের কারণে সকাল থেকে আন্ত: জেলা বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও, দোকানপাট খোলা আছে। এছাড়াও রিক্সা, ইজিবাইক সহ সকল ধরনের ছোট যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

প্রথম দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে ফরম কিনেছেন ১৪ জন

মনোনয়ন ফরম বিক্রির প্রথম দিনে মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে ৭ জন এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ৭ জন প্রার্থী।

মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল

মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড, মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান (ছোট), অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন।

মেহেরপুর-২ আসনে আওয়মী লীগের
দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ
করেছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও
গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের
সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন,
সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল
হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শফিকুল আলম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজমুল হক সাগর, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেসুর রহমান মকুল, সাবেক ছাত্র নেতা রিয়াজ উদ্দিন ।

প্র
ার্থীদের মধ্যে অধিকাংশরাই নিজে উপস্থিত হয়ে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া এম এ এস ইমনের পক্ষে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি শারেক রায়হান অরুপ, অ্যাড ইয়ারুল ইসলামের পক্ষে সাবেক যুবলীগ নেতা জসিউর রহমান বকুল মনোনয়ন ফরম সগ্রহ করেছেন।

দলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দলীয় মনোনয়নের আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। আগামী মঙ্গলবার বিকাল ৪টার মধ্যে মনোনয়ন ফরম জমা দিতে হবে।
এদিকে এবার অনলাইনেও ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে। এ জন্য স্মার্ট নমিনেশন অ্যাপ নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে আওয়ামী লীগ। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপলঅ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। এ ছাড়া নমিনেশনডটএএলবিডি ডটওআরজি ওয়েবসাইট থেকেও অনলাইনে মনোনয়ন ফরম পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে।
অনলাইনে ফরম পূরণ ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এর পর লগইন করে নিময়ানুযায়ী ৫০ হাজার টাকা পেমেন্ট সম্পন্ন করার পর মনোনয়ন ফরম পূরণ ও জমা দেওয়া যাবে।
প্রসঙ্গত, আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপ্রত জমা দিতে হবে।

দলীয় কাজে সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন না শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ কার্যালয়ে শনিবার সকাল ১০টায় ব্যক্তিগত গাড়িতে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিক্রির দলীয় কর্মসূচি উদ্বোধন করে প্রথম ফরমটি তিনিই কিনলেন। ফরম বিক্রির কর্মীরা জানান, আপাতত তিনি ফরম নিয়েছেন, গোপালগঞ্জ-৩ আসনের জন্যে। প্রধানমন্ত্রীর এর পরের কর্মসূচি ছিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত। এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে যান সরকারি গাড়িতে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় কাজ ছাড়া কোন সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন না।

শুক্রবার বিকাল ৩টায় আওয়ামী লীগের তেজগাঁও কার্যালয়ে ছিল দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভা। তফসিল ঘোষণার পর দলের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা। এখানেও প্রধানমন্ত্রী আসেন ব্যক্তিগত গাড়িতে। নির্বাচনের খুটিঁনাটি নানা বিষয় নিয়ে তিনি টানা বক্তৃতা করেন কিন্ত সরকারি টেলিভিশন বিটিভি কোন লাইভ সম্প্রচার করেনি। বিটিভির প্রতিবেদক জিহাদুর রহমান জিহাদ জানান, তফসিল ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সংগ্রহ নিয়ে বিটিভির কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর যেকোন কার্যক্রম অন্য গণমাধ্যম যেমন কাভার করে, তারাও সেভাবে করবে। এখানে সরকার প্রধান হিসাবে আলাদা কোন কাভারেজ তিনি পাবেন না। এটা আসলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা।

এর আগে গত ৩১শে অক্টোবর গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আরপিও অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল হবে। তারপর থেকে কোনো মন্ত্রী ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবেন না। সুযোগ-সুবিধাও পাবে না। কিন্তু সরকারি ওয়ার্ক চলবে। তিনি জানান, প্রার্থী হওয়ার পর, গণভবনে কোন কনফারেন্স তিনি করবেন না। তখন কোন সংবাদ সম্মেলন করতে হলে, আওয়ামী লীগের আলাদা কোন অফিসে করা হবে। তিনি আরও বলেন, ‘তফসিলের পর থেকে ভোটের ফলাফলের সরকারি গেজেটে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত ‘নির্বাচন-পূর্ব সময়’। এই সময়ে যে সরকার থাকবে তাদের কার্যক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন আসবে এবং ক্ষমতাও অনেক কমে আসবে। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকার কোনো নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেবে না। একই সঙ্গে নতুন

কোনো উন্নয়ন প্রকল্পও গ্রহণ করবে না। সরকারের যেসব মন্ত্রী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবেন, তাদের সুযোগ-সুবিধা কমে আসবে। বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারের তারা কোনো প্রোটোকল পাবেন না। তিনি আরও বলেন, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও কানাডার মতো সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচনকালীন সরকার থাকে, সেভাবে চলবে। অর্থাৎ নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে রুটিন ওয়ার্ক পালন করব, যেন সরকার অচল হয়ে না যায়।’

এরই মধ্যে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, যেহেতু তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এখন থেকে রুটিন কাজ করে যাবে। নির্বাচনকালীন যে সরকার থাকে তারা পলিসি ডিসিশন নেয় না, যেন একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে। তারা এমন কিছু করবে না, যা জনগণ সরকারকে ভোট দিতে আকৃষ্ট করে। তিনি সংবিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৫(২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো দায়িত্ব পালনে বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে। ৪৪(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুসারে, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার এবং তাদের অধস্তন কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া বদলি করা যাবে না। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে যে কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বদলির ব্যবস্থা নিতে পারবে। ‘নির্বাচন কমিশন এ সময় নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১’ প্রয়োগ করতে পারবে।

সব দলকে নির্বাচনে আসার আহ্বান শেখ হাসিনার

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপিসহ দেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, অপরাধ সংঘটন ও

অগ্নিসংযোগের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপির আসন্ন সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম সভার সূচনা বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করা হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচনের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। নির্বাচন করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতা ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও জানমালের ক্ষতিসাধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের (বিএনপি-জামায়াত) উচিত অপরাধের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তারপরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাদের অংশগ্রহণ করা।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতায় ভয় না পেয়ে নিয়ম মেনে যথাসময়ে নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এ সময় তিনি সময়মতো নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তাদের পছন্দের সরকার গঠনের জন্যই এ নির্বাচন। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশী তাকে দেব’ স্লোগান দিয়ে আপনারা (নির্বাচনে) ভোট দিন।

যুব সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছে। এখন সবাই এর সুফল পাচ্ছে। এখন তার সরকার আগামীতে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আশা করি, আমরা তাদের (তরুণদের) সহযোগিতা নিয়ে এটি করতে পারব।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যারা খুন করেছে এবং সাধারণ মানুষকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে, তাদের জনগণ কেন ভোট দিতে যাবে, তাদের ওপর আস্থা রাখবে? জনগণ তাদের বিশ্বাস করে না, কারণ তারা খুনি ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত।

নির্বাচন জনগণের অধিকার এবং এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, নির্বাচনের সময় এসেছে এবং জনগণ ভোট

দেবে। জনগণ ভোট দিয়ে যে দলকে নির্বাচিত করবে, সেই দলই সরকার গঠন করবে। তিনি বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) জনগণের ওপর আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়ে হামলা চালাচ্ছে।

সূত্র: সমকাল

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভা

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় হারদী মীর সামছদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামী লীগ হলো উন্নয়নের সরকার।আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের উন্নয়ন হয়। দেশের মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। আর বিএনপি হলো অগ্নি সন্ত্রাসের দল। দেশে কোন উন্নয়ন তারা করেনি। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তারা সন্ত্রাসীদের লালন পালন করেছে। মানুষ ঘরে ঘুমাতে পারেনি। গরু বিক্রি করা টাকা সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে।
রাত বাহিনীর লোকজনকে বাড়ির ছাগল মুরগি জবাই করে খেতে দিতে হয়েছে। চাঁদা দিতে হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ দুূর্বিসহ জীবন কাটিয়েছে।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় আমাদের নেত্রীকে হত্যার জন্য আর্জেস গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। এই বোমা বাইরে পাওয়া যায়না। আপনারা আপনাদের লোককে এই বোমা সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ’র রহমতে সেদিন নেত্রী প্রাণে বেঁচে গেছে। দেশের মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন

করেছেন। দেশের কোন উন্নয়ন করেননি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই সন্ত্রাস দমন করেছে। তৎকালিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছিলেন সন্ত্রাসীরা যদি মাটির নীচে থাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসবো। আজকে সন্ত্রাস দমন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। ফের যদি বিএনপি কোন ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে ওই সন্ত্রাসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মানুষকে আবারও বিপদগ্রস্ত হতে হবে। সেজন্য এই কথাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই ১৫ বছরে দেশের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে,তা আর কেউ করে নাই। আমাদের সরকারের আমলে, সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে,মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা, ইলেকট্রিসিটিসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

আজকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। নৌকা প্রতিককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে।

হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টুর সভাপতিত্বে কর্মী সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হারদী ইউনিয়ন

আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আইনাল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান,ডাউকি ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম।

সাংগঠিনক সম্পাদক হেলাল মাণ্টারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুর রউফ শিলু,বীর মুক্তিযোদ্ধা লাল মোহাম্মদ জোয়ার্দ্দার,ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামীলীগের সভানেত্রী বীরমুক্তিযোদ্ধা মোমেনা খাতুন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর মোহাম্মদ,বীর মুক্তিযোদাধা মারফত আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমান,আওয়ামীলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন বেল্টু,মজিবুর রহমান,ময়নাল ইসলাম,মিন্টু,আব্দুল গাফ্ফার,তানসেন আলী ফারুক হোসেন টিপু প্রমুখ।

বিএনপি নেতাদের প্রত্যাখ্যান, স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ

আাগমী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার হাবিবুল আওয়াল এ তফসিল ঘোষণা করেন।

তফসিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দ মিছিল করা হয়েছে। বিএনপি নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, ‘সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন এই তফসিল ঘোষণা করেছে। আমরা ঘৃণা ভরে এই তফসিল প্রত্যাখ্যান করছি। জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা এই নীল নকশাকে প্রতিহত করব এবং মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনব।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন,’ আমরা এই তফসিলকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছ। আমরা এই তফসিল মানি না । তফসিলের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করছি এবং মেহেরপুর জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এই তফসিল কে আমরা প্রতিহত করব।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মিয়াজান আলী বলেন, ‘তফসিল ঘোষণা করাতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমি নির্বাচন কমিশনের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বলে আশা করছি। বিএনপি জামায়াতের কোন অপচেষ্টাতেই আসন্ন নির্বাচন বানচাল হওয়া সম্ভাবনা নেই। তারা অবরোধ দেখে নিজেই মাঠে থাকে না হঠাৎ কোনো নাশকতা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন বলেন, ‘সংবিধানের যে নিয়ম এই নিয়মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এসেছে। এটা একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। আমরা মনে করি এই তফশীল মেনে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে।

আমরা বিশ্বাস করি জনগণ যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করে, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই তারা পরিবর্তন করবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসা এবং জনগণকে নিয়েই দাবি আদায় করা একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। বিএনপি জামায়াত যদি নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করে তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সাথে নিয়েই তা প্রতিহত করবে। ‘

মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য মোহাঃ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, আজকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে। এটা জাতির জীবনে প্রত্যাশিত একটি দিন। সমগ্র জাতি এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিল। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তফশিল নিয়ে সকলে উদ্বিগ্ন ছিল কখন এই তফসিলটি ঘোষণা হবে। সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এই তফশিল ঘোষণার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আনন্দিত হয়েছে। আশা করছি আগামী সংসদ নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা। এবং সেই নির্বাচনে জনগণ নৌকার পক্ষেই মত দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, সংবিধান

সমুন্নত রেখে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। আমি এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

প্রতিক্রিয়া জানার জন্য জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল হামিদকে ফোন দিয়ে ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তাই বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের আনন্দ মিছিল

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দারের নেতৃত্ব আনন্দ মিছিল করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সন্ধ্যা আটটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য আনন্দ মিছিল বাহির হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্বর ঘুরে আবার জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

আনন্দ মিছিল পরবর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার বলেন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশনা মোতাবেক আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর যুবলীগের সকল পর্যায়েয় নেতাকর্মীদের নিয়ে আনন্দ মিছিল বাহির করতে বলা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের পক্ষ থেকে সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের নিয়ে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর পরই আনন্দ মিছিল বাহির করা হয়।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও গণতন্ত্রের বিজয় হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারো নৌকা ও আওয়ামী লীগের জয় হবে। এ-ই লক্ষ্যে আজ থেকে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় কর্মসূচি পালন করবে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ। একই সঙ্গে বিএনপি জামায়াত ডাকা অবৈধ অবরোধ বাধা দিয়ে যুবলীগের প্রত্যেক নেতাকর্মী অতন্দ্র পহরীর মতো প্রতিটি সরকারি অফিস আদালত ও সাধারণ মানুষের জান মালের রক্ষায় কাজ করবে ও পাহারা দিবে।

উক্ত আনন্দ মিছিলে সভাপতিত্বে করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার।

এ সময় আনন্দ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন-আহবায় সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু, জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবুবক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের আনন্দ র্যালী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণায় আনন্দ র্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করে মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে আজ বুধবার (১৫ নভেম্বর) রাত আটটার দিকে পৌর কমিউনিটি সেন্টার চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থান এসে শেষ হয়।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট

ইব্রাহিম শাহীন।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, যুব মহিলা লীগের সভাপতি লতিফন নেতা লতা প্রমুখ।

৫ম দফার অবরোধ সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

বিএনপি’র ডাকা অবরোধের পঞ্চম ধাপের প্রথম দিনে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

বুধবার সকাল ছয়টার সময় মেহেরপুর শহরের কাথুলি রোডে জেড কে ফিলিং স্টেশনের সামনে থেকে ঝটিকা মিছিলটি শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় যেয়ে শেষ হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস মিছিলটির নেতৃত্ব দেন। অবরোধের কারণে সকাল থেকেই সীমিত আকারে আন্ত: জেলা বাস চলাচল করলেও মেহেরপুর থেকে ঢাকা গামী পরিবহন ছেড়ে যায়নি। তবে ব্যক্তিগত ও আভ্যন্তরিন যান চলাচল রয়েছে।

প্রেসক্রিপশনের “শর্তহীন

সংলাপ”- কার সঙ্গে কে করবে?

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনীতিতে নতুন মার্কিন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু বাংলাদেশের প্রধান তিন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে চিঠি দিয়েছেন শর্তহীন সংলাপে বসার আহবান জানিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আসলে কি এবার শর্তহীন সংলাপ নিয়ে ভাববে এই তিন দল? তবে, তফসিল ঘোষণার এক দুইদিন আগে হাসের এ ধরনের উদ্যোগকে “কিছুটা লোক দেখানো” মনে করছেন রাজনীতিবিদরা। তাদের প্রশ্ন- সংলাপ কার সঙ্গে কে করবে?

সোমবার হাসের সঙ্গে বৈঠক শেষে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু সাংবাদিকদের বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মূলত তাদের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ডোনাল্ড লুর লিখিত একটি চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে শর্তহীন সংলাপের আহ্বান জানানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যাশা করে যুক্তরাষ্ট্র যা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী বলেন, সংলাপের কথা যে বলছেন, কার সঙ্গে সংলাপ হবে? ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার পরে যারা বলেছেন এটা আওয়ামী লীগ নিজে করেছে, তাদের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করবে? আর ২৮ অক্টোবরে মহাসমাবেশের নামে যে হামলা যে নারকীয় কাণ্ড ঘটানো হয়েছে, এরপরে কিসের আলোচনা করতে বলবেন পিটার হাস?

যুগপৎ আন্দোলনের সিনিয়র নেতা সাইফেল হক মনে করেন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা থেকে সংলাপের মধ্য দিয়ে বের হতে হবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সংলাপ শুরু করে সৃষ্ট পরিবেশের দিকে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার বিকল্প নেই।

এর আগে ৩১ অক্টোবর বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন প্রশ্নে বিরোধী দলগুলোর সাথে সংলাপের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ”যেদিন ট্রাম্প আর বাইডেন ডায়ালগ করবে, সেদিন আমিও ডায়ালগ করব।” সেদিন বিকেলে বেলজিয়াম সফর নিয়ে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। সেইদিনই সকালের দিকে নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক শেষে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস

বাংলাদেশের সব পক্ষকে শর্তহীন সংলাপে বসার অনুরোধ জানান। গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে পিটার হাসের এমন বক্তব্য উল্লেখ করে এক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “যারা খুন করছে তাদের সাথে ডায়লগ করতে বলে, ট্রাম্প সাহেবের সাথে কী বাইডেন ডায়লগ করছে? যেদিন ট্রাম্প সাহেব আর বাইডেন ডায়লগ করবে, সেদিন আমিও ডায়ালগ করবো।”